জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (National Governance Assessment Framework-NGAF)

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের সুফল প্রাপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করবে দেশের সুশাসন গুণগত মানের ওপর। এ পরিপ্রক্ষিতে সরকার সকল পরিকল্পনা দলিলে সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অর্ন্তভুক্ত করেছে এবং এর আলোকে দেশীয় সূচক (indicator বা index) নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পৃথিবীর সকল দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা পরিমাপের জন্য নানাবিধ সূচক (indicator বা index) নির্ধারণ করেছে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে এ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন, সুশাসন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এ সংস্থাসমূহ বা দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সূচকের আলোকে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পায়না, অথবা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জনসমূহ বিবেচনার বাইরে থেকে যায়। বিদ্যমান বাস্তবতায় সুশাসনের (governance) বিভিন্ন শাখায় বাংলাদেশের অর্জনসমূহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন এবং এর আলোকে ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি স্থানীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (Indigenous Governance Assessment Framework) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা জিআইইউ অনুভব করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goal (MDG) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে ২০১৫ সাল পরবর্তী সময়ের জন্য ১৭ টি অভীষ্ট (goal) ও ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা (target) সম্বলিত Sustainable Development Goal (SDG) প্রস্তাব করেছে। তন্মধ্যে ১৬ নং goal টি (SDG-16) [*Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*] সরাসরি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। MDG অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে SDG অর্জনেও অগ্রপথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচক (indicator) নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরী। এ ধরণের নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ এবং তার আলোকে অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান নীতি নির্ধারণী পরিকল্পনাসমূহ হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Five Year Plan), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) ইত্যাদি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ‘সুশাসন’ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও সুশাসনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই জাতীয় পরিকল্পনা দলিলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন সম্ভব হলে এ বিষয়ে সরকারি দপ্তরসমূহের পরিকল্পনা যেমন ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে, তেমনি এক্ষেত্রে তাদের অর্জন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করাও অনেক সহজসাধ্য হবে; যা দীর্ঘমেয়াদে SDG অথবা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের ফলে সরকারের প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ:

- সরকার SDG এর আওতায় প্রয়োজনীয় তথ্য/ উপাত্ত তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরবরাহ করতে পারবে;
- প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাস্তবমুখী ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে;

- সুশাসনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করতে সক্ষম হবে; এবং
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আগেই দেশে বিরাজমান সুশাসন সংক্রান্ত অবস্থা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে পারবে এবং প্রয়োজনমাফিক তা ব্যবহার করতে পারবে।

এ যাবৎ গৃহীত কার্যক্রমঃ

সরকারি ও বেসরকারি অঙ্গনসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ ধরণের ফ্রেমওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ প্রয়াসে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি এ বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ উদ্যোগের anchoring agency'র ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত National Working Group এ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ:

- Cabinet Division,
- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS),
- Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS),
- BRAC Institute of Governance and Development (BIGD),
- Department of Development Studies, University of Dhaka এবং
- Department of Public Administration, University of Dhaka

এ সকল কার্যক্রমে United Nations Development Program (UNDP), Bangladesh কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে স্টেকহোল্ডারবৃন্দের সাথে আলোচনা পূর্বক পাঁচটি থিমাটিক এরিয়াসহ একটি Framework তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যায়ে Framework এর আলোকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত Tool পরীক্ষা করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত Tool পরিমার্জন;
- সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;
- সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ;
- সংগৃহিত উপাত্ত পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে অবগতকরণ;
- এ গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদনের মূল্যায়ন;
- নিয়মিতভাবে প্রতি অর্থবছরে এ প্রতিবেদন প্রকাশ।